www.AmarIslam.com

আযানের দোয়ার মধ্যে

وارزقنا شفاعته يوم القيامة

"ওয়ার জুকনা শাফা'আতাহু ইয়াওমাল কিয়ামাহ্"

বলা বৈধ

মুফতী মোহাম্মদ আলী আকবর (এম.এফ, এম.এম.)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রচনায় ঃ

আলহাজ্ব মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ আলী আকবর (এম.এফ,এম.এম.)

আরবী প্রভাষক, দারুচ্ছুন্নাহ কামিল মাদ্রাসা, কাশীপুর, নারায়ণগঞ্জ।

খতীব, বাইতুন নূর জামে মসজিদ, পশ্চিম দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ।

সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত।

সাধারণ সম্পাদক, সুন্নী ইমাম ও ওলামা পরিষদ এবং সুন্নী সংগ্রাম পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ।

মোবাইল ঃ ০১৬৭৭২১৭৫৯৬, ০১৮১৯১৩৬৭৪৬, ০১১৯৯৫৩৪৭২২

উৎসর্গ ঃ

আমার মরহুম মাগফুর শ্রদ্ধেয় আব্বাজান কেবলা আলহাজ্ব মোঃ নুরুল ইসলাম মাদবর (রহঃ)– এর রুহের প্রতি উৎসর্গীত। যাঁর একান্ত দোয়ার বদৌলতে আল্লাহ্ পাক আমাকে দ্বীনের অতি সামান্যতম একজন গোলাম হিসেবে কবুল করেছেন। আল্লাহ্পাক এ কিতাবের বিনিময়ে প্রদত্ত সাওয়াবগুলো তার রূহপাকে বখশিশ করুন। এবং এর বিনিময়ে কেয়ামতের দিন রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শাফায়াত নসীব করুন।

উপলক্ষ্য ঃ

২রা জিলক্বদ আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান কেবলা (রহঃ) এর ইন্তেকাল বার্ষিকীর ৩য় ইছালে সাওয়াব মাহফিল উপলক্ষ্যে প্রকাশিত।

প্রকাশকাল ঃ

২রা জিলক্বদ ১৪৩২ হিজরী

১লা অক্টোবর ইং, রোজ শনিবার

সৌজন্য হাদিয়া ঃ ১৫ টাকা

প্রচারে ঃ

সুন্নী ইমাম ও ওলামা পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশনায় ঃ

নারায়ণগঞ্জ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভূমিকা

নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুছাল্লী ও নুছাল্লিমু আলা রাসুলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিনের যিনি আমাদেরকে তাঁর প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। লাখো কোটি দরুদ ও সালাম সে মহান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি যাঁর শাফা'আত ব্যতীত কিয়ামতের দিন নাজাত পাওয়া অসম্ভব। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যখন তোমরা মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাও তখন সে (আযানের মধ্যে) যা বলে সেভাবে তোমরাও (আযানের জবাবে) বল। অতঃপর (আযান শেষ হলে) আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ কর। কেননা, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর (দরুদ শরীফ পাঠান্তে) আমার জন্য আল্লাহর দরবারে ওয়াছিলা প্রার্থনা কর। আর উহা হল জান্নাতের একটি (মর্যাদাপূর্ণ) স্থান। যা আল্লাহ্‌ তা'য়ালার বান্দাদের মধ্য হতে একজনই উহা লাভ করবে এবং আমি আশা করি আল্লাহ্‌পাকের সেই বিশেষ বান্দা হলাম আমি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য ওয়াছিলা প্রার্থনা করবে তার জন্য (আমার) শাফা'আত বৈধ হয়ে যাবে। (মুসলিম, মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা নং ৬৪)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন- আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে পাঠ করা দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। বরং আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয়। (তিরমিযী, মেশকাত শরীফ পৃষ্ঠা নং ৬৬)। অতএব প্রমাণিত হল আযানের পর দোয়া পাঠ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ, বরকতময় ও কবুলকৃত আমল। অথচ অনেকেই তথা তাবলীগী, খারেজী ও ওয়াহাবীগণ আযানের পর দোয়া পাঠ করে না এমনকি আযানের পর হাত তুলে দোয়া পাঠ করাকে বিদ'আত,

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হারাম ও নাজায়েজ ইত্যাদি ফতুয়া দিয়ে সমাজে ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে। অথচ হাত তুলে প্রার্থনা করাই হল দোয়ার আদব বা সুন্নাত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন- যখন তোমরা আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট প্রার্থনা কর, তখন তোমরা হাতের তালু দ্বারা প্রার্থনা কর। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- যখন দোয়া শেষ করবে তখন হাতের তালু দ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল মাসেহ করবে। (আবু দাউদ, মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা নং ১৯৫)

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো ইরশাদ করেন- বান্দা যখন দু'হাত তুলে প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ্ উহাকে খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। অর্থাৎ- আল্লাহ্ তার প্রার্থনা কবুল করেন। (তিরমিযী, মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা নং ১৯৫)

উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ আযানের পর দোয়া পাঠ তো করেই না বরং আরো ফতুয়াবাজি করে যে, উক্ত দোয়ায় وارزقنا شفاعته يوم القيامة "ওয়ার জুকনা শাফা'আতাহু ইয়াওমাল কিয়ামাহ্"। অর্থাৎ- কিয়ামতের দিন তাঁর তথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শাফা'আত আমাদের নসীব করুন এ বাক্যটুকু বলা যাবে না।

অথচ, উক্ত দোয়ায় কী পড়বে বা না পড়বে এটা শুধুমাত্র যারা দোয়া পাঠ করেন সে সমস্ত নবীপ্রেমিক সুন্নী মুসলমানদের কাজ, তাদের নয়।

তারা দলিল হিসেবে বলে- দোয়ার উক্ত অংশটুকু বুখারী শরীফ বা সিহা-সিত্তার মধ্যে নেই। তাই পড়া যাবে না। অথচ তাদের এ দাবিটিই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক। কারণ সহীহ্ হাদীস শুধু সিহা-সিত্তা বা প্রসিদ্ধ ৬টি হাদীস গ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং আরো অনেক সহীহ্ হাদীসের গ্রন্থ রয়েছে। সেগুলোও গ্রহণ করে আমল করতে হবে। (তাইসিরু মুসতালাহিল হাদীস, পৃষ্ঠা নং ৩৯, আল মুকাদ্দামাতু লিশ শাইখ, পৃষ্ঠা নং ৭, মিজানুল আখবার, পৃষ্ঠা নং ১৭)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যদি তাদের কথাই সঠিক হয়। অর্থাৎ- সিহা-সিত্তা ছাড়া কোন হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। তাহলে আমাদের প্রশ্ন হল- তারা ঈদের নামায অতিরিক্ত কয় তাকবীর দিয়ে পড়ে? অবশ্যই আমাদের ন্যায় ছয় তাকবীর দিয়ে পড়ে। অতিরিক্ত ছয় তাকবীর দিয়ে ঈদের নামায পড়ার নিয়মটি সিহা-সিত্তার কোন্ কিতাবে আছে? তা কি তারা দেখাতে পারবে? না কখনো নয়। তাহলে তারা উহা পালন করে কেন?

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন- ইসলাম ধর্মের উসূল বা মূল স্তম্ভ পাঁচটি। যথা- কালিমা, নামায, যাকাত, হজ্জ ও রোযা। (বুখারী ও মুসলিম, মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা নং ১২)

অথচ, আযানের দোয়ায় রাসূলের শাফা'আত সম্পর্কিত বাক্য পাঠ করার বিরোধী তাবলিগী, খারেজীগণ উপরোক্ত পাঁচটি উসূল থেকে কালিমা ও নামায গ্রহণ করে বাকী তিনটিকে বাদ দিয়ে নতুন করে অন্য চারটি বিষয় যথা- এলেম ও যিকির, ইকরামুল মুসলেমীন, সহীহ নিয়্যত ও দাওয়াত সংযোজন করে মোট ছয় উসূলের এক নতুন জামা'আত বা দল গঠন করেছে। তাদের উপরোক্ত ছয় উসূলের কথা সিহা-সিত্তার কোন্ গ্রন্থে রয়েছে, জানতে চাই? এবং তাদের আরো বিভিন্ন আমল বা কাজ যেমন- বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় ঢাকাস্থ টঙ্গীর ময়দানে জমা হওয়া এবং সেখান থেকে ৩ (তিন) দিন, ৭ (সাত) দিন, ১৫ (পনের) দিন ও ৪০ (চল্লিশ) দিনের চিল্লা এমনকি জীবন চিল্লার নামে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে, মসজিদে মসজিদে ঘুরা ও গাস্তে বের হওয়ার সময় মসজিদের গেটে গোলাকার হয়ে দাঁড়িয়ে হাত তুলে মুনাজাত করে বের হওয়া ইত্যাদি। এ সমস্ত নিয়ম সিহা-সিত্তার কোন্ কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে জানতে চাই?

সিহা-সিত্তার তো নয়ই, বরং অন্য কোন সহীহ বা যয়ীফ হাদীস গ্রন্থ, এমনকি মওযূ বা বানোয়াট হাদীসের কোন গ্রন্থ দ্বারাও প্রমাণ করতে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পারবে না। কারণ এ ছয় উসূলী তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াছ মেওয়াতি সাহেব স্বীয় মলফূযাত গ্রন্থের ৫০নং মলফূযাতে বলেন- "আমার এ তাবলীগ জামা'আতের নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি স্বপ্নের মাধ্যমে পেয়েছি।"

সুতরাং প্রমাণিত হল তাদের উপরোক্ত কার্যাবলী স্বপ্নে প্রাপ্ত। কোন কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। সেগুলো যদি তাদের ঈমানের অংশ হতে পারে এবং তা পালন করার জন্য জীবনপণ চেষ্টা করে যায়। তাহলে আযানের দোয়ার মধ্যে রাসূলের শাফা'আত সম্পর্কিত বাক্য যা বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ ও ফিকহ্ শাস্ত্রের কিতাবের মাধ্যমে প্রমাণিত। তা কেন পড়া যাবে না? অবশ্যই পড়া যাবে।

এ বিষয়টি আমি বিভিন্ন দলিল প্রমাণের মাধ্যমে অত্র পুস্তকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের সঠিক বিষয়টি বুঝার তৌফিক দান করুন। একজন ব্যক্তিও যদি এ বিষয়টি বুঝে সঠিকভাবে আমল করতে পারেন তাহলেও আমরা মনে করব আমাদের কষ্ট স্বার্থক হয়েছে।

এ পুস্তকটি প্রকাশ করার কাজে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তা'য়ালা সকলের সহযোগিতা ও পরিশ্রম কবুল করে কিয়ামতের ময়দানে আমাদের সকলের জন্য তাঁর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শাফা'আত নসীব করুন। আমিন। বিহুরমাতি সাইয়্যেদিল মুরসালিন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

নিবেদক

মুফতী মোহাম্মদ আলী আকবর (গুফিরালাহু)

কাশীপুর, নারায়ণগঞ্জ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بسم الله الرحمن الرحيم

☐ আযানের দোয়ার মধ্যে وارزقنا شفاعته يوم القيامة "ওয়ার জুকনা শাফা'আতাহু ইয়াওমাল কিয়ামাহ্" অথবা واجعلنا فى شفاعته يوم القيامة "ওয়াজ আলনা ফি শাফা'আতিহী ইয়াওমাল কিয়ামাহ্" (অর্থাৎ- কিয়ামতের দিন তাঁর তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শাফা'আত আমাদের নসীব করুন।)

এ বাক্য পাঠ করা বৈধ ও উত্তম। যা হাদীস শরীফ ও তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ এবং ফিকহ্ শাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাবের মাধ্যমে প্রমাণিত।

১. হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম কিতাব মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আসিয়াতুল লুমআত' এর উদ্ধৃতি দিয়ে তরিকুল ইসলাম গ্রন্থের ১ম খন্ডের ১৯৩নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে- "হযরত রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কেহ নিম্নলিখিত দোয়া পড়ে, আমি তাহার জন্য কিয়ামতে শাফা'আত করিব।

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة ات سيدنا محمدن الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمود ن الذى وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد "

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাজিহিদ্দাওয়াতিত্তাম্মাতি আচ্ছালাতিল কায়েমাতি আতি ছাইয়েদানা মোহাম্মাদানিল ওয়াছিলাতা ওয়াল ফাদিলাতা আদ্দারাজাতার-রফীয়াতা ওয়াবআছহু মাকামাম্ মাহমুদা নিল্লাজি ওয়াদ্তাহু ওয়ার জুকনা শাফা'আতাহু ইয়াওমাল কিয়ামাহ্ ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মিয়াদ।

২. আমাদের হানাফী মাযহাবের অন্যতম ইমাম ও ফকীহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে ইবরাহিম আলহালবী (রহঃ) এর রচিত ফিকহ্ শাস্ত্রের মশহুর কিতাব 'ছগীরী'র ১৯৮নং পৃষ্ঠায়ও উপরোক্ত আযানের দোয়াটি বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. হাদীস শরীফের সুপ্রসিদ্ধ কিতাব আততিবরানী আল মু'জামুল আওসাত এর ৪র্থ খন্ডের ৭৮নং পৃষ্ঠায় এবং আততিবরানী আল মু'জামুল কবীর গ্রন্থের ১২তম খন্ডের ৬০নং পৃষ্ঠায় রাসূলের শাফা'আত সম্পর্কিত বাক্যযোগে আযানের দোয়া বর্ণনা করা হয়েছে। (যার হাদীস

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নং ৩৬৬২ ও ১২৫৫৪) হাদীস শরীফদ্বয় নিম্নরূপ ঃ

وعن ابي الدرداء قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذ سمع النداء قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة صل على عبدك ورسولك واجعلنا فى شفاعته يوم القيامة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من قال هذا عند النداء جعله الله فى شفاعتي يوم القيامة

অর্থাৎ ঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন আযান শুনতে পেতেন তখন বলতেন- "আল্লাহুম্মা রাব্বা হাজিহিদ্দাওয়াতিত্তাম্মাতি আচ্ছালাতিল কায়েমাতি ছাল্লি আলা আবদ্বিকা ওয়া রাসূলিকা ওয়াজ আলনা ফি শাফা'আতিহী ইয়াওমাল কিয়ামাহ্।" রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন- যে ব্যক্তি আযানের সময় এ দোয়া পড়বে কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আতের মধ্যে আল্লাহ্ তাকে অন্তর্ভূক্ত করবেন।

عن ابن عباس ان نبي الله صلي الله عليه وسلم قال من سمع النداء فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وبلغه درجة الوسيلة عندك واجعلنا فى شفاعته يوم القيامة وجبت له الشفاعة

অর্থাৎ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি আযান শ্রবণ করে অতঃপর- "আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলায়হি ওয়াবাল্লিগহু দারজাতাল ওয়াসিলাতি ইনদাকা ওয়াজ আলনা ফি শাফা'আতিহী ইয়াওমাল কিয়ামাহ্" এ দোয়া পাঠ করে তার জন্য (আমার) শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

৪. বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দেস ও মুফাচ্ছের ইমাম জালালউদ্দিন আস্‌সুয়ূতি (রঃ) এর জামিউল আহাদীছ গ্রন্থের ২০তম খন্ডের ৪০৯নং পৃষ্ঠায় এবং তার অন্য কিতাব জামউল জাওয়ামি'য় গ্রন্থের হরফে মীম অধ্যায়ে রাসূলের শাফা'আত সম্পর্কিত বাক্যযোগে আযানের দোয়া বর্ণনা করা হয়েছে। (যার হাদীস নং ২২৪৮১ ও ৫২১২)

৫. হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত কিতাব কানযুল উম্মাল গ্রন্থের ৭ম খন্ডের ৭০৪নং পৃষ্ঠায় রাসূলের শাফা'আত সম্পর্কিত বাক্যযোগে আযানের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দোয়া বর্ণনা করা হয়েছে। (যার হাদীস নং ২১০১৭)

৬. আল্লামা হায়তামী (রঃ) রচিত মাজমাউল জাওয়াইদ গ্রন্থের ২য় খন্ডের ৯৪ ও ৯৫নং পৃষ্ঠায় রাসূলের শাফা'আত সম্পর্কিত বাক্যযোগে আযানের দোয়া বর্ণনা করা হয়েছে। (যার হাদীস নং ১৮৭৯ ও ১৮৮১)

৭. হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম কিতাব "আততারগীব ওয়াততারহীব" গ্রন্থের ১ম খন্ডের ১০৫নং পৃষ্ঠায় রাসূলের শাফা'আত সম্পর্কিত বাক্যযোগে আযানের দোয়া বর্ণনা করা হয়েছে। (যার হাদীস নং ৩৯৮ ও ৩৯৯)

৮. বুখারী শরীফের সর্বশ্রেষ্ঠ আরবী ব্যাখ্যা গ্রন্থ "উমদাতুল ক্বারী" কিতাবের ৪র্থ খন্ডের ১৭৩নং পৃষ্ঠায়ও রাসূলের শাফা'আত সম্পর্কিত বাক্যযোগে আযানের দোয়া বর্ণনা করা হয়েছে।

৯. বাহারে শরীয়তের ৩য় খন্ডের ৩৭নং পৃষ্ঠায় রদ্দুল মুহ্তার ও গুণিয়া কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে রাসূলের শাফা'আত সম্পর্কিত বাক্যযোগে আযানের দোয়া বর্ণনা করা হয়েছে। দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة ات سيدنا محمدن الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمود ن الذى وعدته واجعلنا فى شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাজিহিদ্দাওয়াতিত্তাম্মাতি আচ্ছালাতিল কায়েমাতি আতি ছাইয়েদানা মোহাম্মাদানিল ওয়াছিলাতা ওয়াল ফাদিলাতা আদ্দারাজাতার-রফীয়াতা ওয়াবআছহু মাকামাম্ মাহমুদা নিল্লাজি ওয়াদ্তাহু ওয়াজ আলনা ফি শাফা'আতিহী ইয়াওমাল কিয়ামাহ্ ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মিয়াদ।

১০. বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকা কর্তৃক দাখিল সপ্তম শ্রেণীর জন্য আত তাওহীদ ওয়াল ফিকহ্ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত গ্রন্থের ৯০নং পৃষ্ঠায় আযানের পর দোয়া পাঠ অধ্যায়ে তারগীব, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্ ইত্যাদি কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা "ওয়ার জুকনা শাফা'আতাহু ইয়াওমাল কিয়ামাহ্" বাক্যটি যোগে যেভাবে আযানের দোয়া পাঠ করে থাকি হুবহু সে দোআটি বর্ণনা করা হয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উল্লেখ্য যে দোয়া পড়ার ক্ষেত্রে ছোট দোয়া পাঠ না করে বেশী বাক্য সংযুক্ত বড় দোয়া পাঠ করলে কোন ক্ষতি হয় না বরং লাভ হয়। যেমন- মসজিদে প্রবেশের সময় اللهم افتح لى ابواب رحمتك (আল্লাহুম্মাফ তাহলি আবওয়াবা রাহমাতিক), এ দোয়াটি পাঠ করলে হক আদায় হয়। আবার بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى ابواب رحمتك "বিসমিল্লাহি ওয়াসসালামু আলা রাসুলিল্লাহি আল্লাহুম্মাগফিরলি জুনুবি ওয়াফতাহলি আবওয়াবা রাহমাতিক" এভাবে দোয়া পাঠ করার কথা, যা ইবনে মাজাহ শরীফের ৫৬নং পৃষ্ঠায়, মিশকাত শরীফের ৭০নং পৃষ্ঠায় ও সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত কিতাব হিসনুল মুসলিম এর ৩১নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে। উহা পাঠ করলে পূর্বের দোয়া থেকে ভাল হয়, কেননা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্য এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন–

اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبى

অর্থাৎ- যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি সালাম পাঠ করে। (ইবনে মাজাহ পৃষ্ঠা নং- ৫৬, আবু দাউদ শরীফ পৃষ্ঠা নং- ৬৭)

সুতরাং মসজিদে প্রবেশের সময় বড় দোয়াটি পাঠ করলে উপরোক্ত হাদীসের উপরও আমল হয়ে যায়।

❑ সালাম দেয়ার সময় السلام عليكم বলে সালাম দিলে সালামের হক আদায় হয়। এবং তার জবাবে وعليكم السلام বললে তার ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যদি শব্দগুলির সাথে ورحمة الله وبركاته ومغفرته (ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাতুহু) ইত্যাদি শব্দগুলো সংযোজন করা হয় তাহলে উহা অনেক উত্তম। প্রতি শব্দে শব্দে দশ নেকী করে সাওয়াব পাওয়া যায়। (মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা নং- ৩৯৮)।

আরো উল্লেখ থাকে যে, ফযিলতপূর্ণ দোয়া-দরুদ ও অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রে বর্ণিত হাদীস যদি জয়ীফ বা দুর্বল হাদীসও হয় তারপরও উক্ত হাদীসের উপর আমলা করা মুস্তাহাব। (মিজানুল আখবার, পৃষ্ঠা নং- ২০, তাইসিরু মুস্তালাহিল হাদীস পৃষ্ঠা নং- ৬৫)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

এখন যদি কেউ আপত্তি করে বলেন- আযানের দোয়ায় রাসূলের শাফা'আত সম্পর্কিত বাক্য বুখারী শরীফ ও অন্যান্য অমুক গ্রন্থের বর্ণনায় নাই তাহলে পড়ব কেন? তার জবাব হল- বুখারী শরীফের বর্ণিত আযানের দোয়াটি কিছু সংক্ষিপ্ত আর অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত দোয়াটি রাসুলের শাফা'আত সম্পর্কিত বাক্যটিসহ একটু বড়। তাই বড় দোয়াটি পড়াই উত্তম। যাতে করে বুখারী শরীফসহ অন্য কিতাবের বর্ণনার উপরও আমল হয়ে যায়। আর হাদীস শাস্ত্রের উসূল বা নীতি ও বিধানই হলো তাই। যদি কোন ব্যাপারে হাদীসের দু-ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায় এবং এক বর্ণনা থেকে অন্য বর্ণনায় অতিরিক্ত শব্দ থাকে তাহলে ঐ অতিরিক্ত শব্দ গ্রহণযোগ্য ও আমল করা যাবে। (নূরুল আনোয়ার পৃষ্ঠা নং- ২০৪)

❑ বুখারী শরীফ বা অন্য কোন কিতাব নির্দিষ্ট করে যদি বলা হয় এসব কিতাবে না থাকলে আমল করা যাবে না। তাহলে আমাদের অনেক আমলই বাতিল বলে গণ্য হবে। যেমন ঃ

১. আমরা তাকবীরে তাহরীমা বা নিয়্যত বাধার সময় কান পর্যন্ত হাত উত্তোলন করি এবং রুকু ও সিজদায় যাওয়ার পূর্বে হাত উত্তোলন করি না। অথচ বুখারী শরীফের ১০২নং পৃষ্ঠায় কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো এবং রুকু ও সিজদায় যাওয়ার পূর্বে হাত উত্তোলনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাহলে কী আমাদের নামাজ শুদ্ধ হবে না?

২. আমরা জামাতে নামাজ পড়ার সময় ইমাম ও মুক্তাদি কেউ জোরে আমিন বলি না। অথচ বুখারী শরীফের ১০৭ ও ১০৮নং পৃষ্ঠায় ইমাম ও মুক্তাদি সকলের জন্য জোরে আমিন বলার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. আমরা জামাতে নামাজ পড়ার সময় ইমামের পিছনে ক্বিরাত পড়ি না। অথচ বুখারী শরীফের ১০৪নং পৃষ্ঠায় ক্বিরাত পড়া আবশ্যক বলা হয়েছে। তাহলে কী আমাদের নামাজ শুদ্ধ হয় না?

৪. আমরা আযান দেই ১৫টি বাক্যে অথচ মিশকাত শরীফের ৬৩নং পৃষ্ঠায় মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে ১৯টি বাক্যে আযানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৫. আমরা ইকামত দেই আযানের ন্যায় জোড়া জোড়া বাক্য বলে মোট ১৭টি বাক্য দ্বারা। অথচ বুখারী শরীফের ৮৫নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে- ইকামত হবে বিজোড় বিজোড় বাক্যে মোট ১১টি বাক্য দ্বারা। তাহলে কী আমাদের আযান ও ইকামত দেওয়া শুদ্ধ হয় না?

৬. আমরা বিতির নামাজ পড়ি তিন রাকাত। অথচ ইবনে মাজা শরীফের ৮২নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতির নামাজ পড়তেন এক রাকাত। তাহলে কী আমাদের বিতিরের নামাজ শুদ্ধ হয় না?

৭. আমরা ঈদের নামাজ আদায় করি প্রথম রাকাতে ক্বিরাত পাঠের পূর্বে তিন তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাতে ক্বিরাত পাঠের পর তিন তাকবীর, মোট অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের সাথে। অথচ সিহা-সিত্তার বিভিন্ন কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে- প্রথম রাকাতে ক্বিরাত পাঠের পূর্বে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাতেও ক্বিরাত পাঠের পূর্বে ৫ তাকবীর মোট অতিরিক্ত ১২ তাকবীরের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের নামাজ পড়েছেন। (ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা নং ৯১, আবু দাউদ, পৃষ্ঠা নং ১৬৩, তিরমিযী, পৃষ্ঠা নং ১১৯, মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা নং ১২৬) তাহলে কী আমাদের ঈদের নামাজ পড়া সঠিক নিয়মে হয় না?

৮. আমরা আগুনে পাকানো খাদ্য গ্রহণ করার পর অযু করি না। অথচ মেশকাত শরীফের ৪০নং পৃষ্ঠায় মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন অযু করতে হবে।

৯. আমরা দাঁড়িয়ে পেশাব করা খারাপ ও মন্দ জানি। অথচ বুখারী শরীফের ৩৫নং পৃষ্ঠায় দাঁড়িয়ে পেশাব করার বর্ণনাও রয়েছে।

অতএব উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল- এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যা হাদীস শরীফে বর্ণিত হলেও তার উপর আমল করা যায় না। কোন্ হাদীসের উপর আমল করা যাবে আর কোন্ হাদীসের উপর আমল করা যাবে না তা জানতে ও বুঝতে হলে ফিকহ্ শাস্ত্রের ইমাম ও মুজতাহিদ এবং মুহাদ্দীসগণের ব্যাখ্যা ও

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

বিশ্লেষণ গ্রহণ করতে হবে। আর সে অনুযায়ী আমল করাই হল প্রকৃত ঈমানদারের পরিচয়।

বিঃ দ্রঃ- আমাদের হানাফী মাযহাব মতে পালনকৃত উপরোক্ত আমলসমূহ অন্যান্য বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আমাদের ইমামগণ কর্তৃক সাবেতকৃত ও সঠিক বলে প্রমাণিত।

অবশেষে বলতে চাই বর্তমান বিশ্বে আমাদের ইসলাম ধর্মে পথভ্রষ্ট দল সমূহের মধ্যে ওয়াহাবী সম্প্রদায় হল অন্যতম। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্যান্যদের শাফা'আত অস্বীকার করে। (দেখুন নূরুল আনোয়ার কিতাবের ২৫১নং পৃষ্ঠার ১৩নং পার্শ্বটিকা)

আর এ কারণেই আযানের দোয়ার মধ্যে وارزقنا شفاعته يوم القيامة "ওয়ার জুকনা শাফা'আতাহু ইয়াওমাল কিয়ামাহ্" তথা রাসূলের শাফা'আত সম্পর্কিত বাক্যটি শুনলেই তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়। এবং তা বন্ধ করার জন্য ফতোয়াবাজী ও চক্রান্ত শুরু করে দেয়। অথচ আযানের দোয়ায় এ বাক্যটি বলা হারাম বা নাজায়েয হবে, এ মর্মে তাদের কাছে কোন দলিল প্রমাণও নেই। আর আমাদের শরীয়তে বিনা দলিল প্রমাণে কোন আমল বা কাজকে হারাম বা নাজায়েয এমনকি মাকরুহ্ পর্যন্ত বলার অধিকার কারো নেই। (ইকামাতুল কিয়ামাহ্ পৃষ্ঠা নং- ৭৫)
সুতরাং প্রমাণিত হল রাসূলের শাফা'আত সম্পর্কিত বাক্য তথা وارزقنا شفاعته يوم القيامة "ওয়ার জুকনা শাফা'আতাহু ইয়াওমাল কিয়ামাহ্" অথবা واجعلنا فى شفاعته يوم القيامة "ওয়াজ আলনা ফি শাফা'আতিহী ইয়াওমাল কিয়ামাহ্"যোগ করে আযানের দোয়া পাঠ করাই উত্তম। নাজায়েয হওয়ার কোন কারণ নেই।

আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উসিলায় এ সঠিক বিষয়টি বুঝার ও সে অনুযায়ী আমল করার তৌফীক দান করুন। আমিন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com